ফটোশপ টিউটরিয়াল
ওয়ার্কস্পেস

আহমদ ওয়াহিদ মাসুদ

ছবি এডিটিং ও ডিজিটাল পেইন্টিংয়ের জন্য ফটোশপ খুব শক্তশালী এবং অত্যাধুনিক এক সফটওয়্যার। ফটোশপে রয়েছে অসংখ্য টুল ও অপশন। এর একেকটি দিয়ে একেক ধরনের কাজ করা যায়। কিন্তু নতুনদের জন্য এত অপশন ব্যবহার করা বা এগুলোর কাজ বুঝতে পারা বেশ কঠিন একটি ব্যাপার। কোথা থেকে শুরু করতে হবে, কোন অপশনের বা বাটনের কাজ কী, একটি নির্দিষ্ট কাজের জন্য কোন কোন টুল ব্যবহার করা উচিত ইত্যাদিসহ আরও অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। এ টিউটরিয়ালে এ ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য ফটোশপ ওয়ার্কস্পেস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ফটোশপ ওয়ার্কস্পেস

ফটোশপ ওপেন করার পর যে স্ক্রিনটি সামনে আসে তাই ফটোশপ ওয়ার্কস্পেস। এখানে ফটোশপে ব্যবহার করা যায় এমন সব টুল ও অপশন থাকে। একজন সত্যিকারের আর্টিস্টের উপযোগী ক্যানভাস, ব্রাশ, ইরেজার, পেইন্ট ইত্যাদি টুল পাওয়া যায়। যদিও ফটোশপের একেক ভার্সনে একেক ধরনের ওয়ার্কস্পেস থাকতে পারে। সব অ্যাডবির সাইটে সফটওয়্যারটির ফ্রি ভার্সন পাওয়া যাবে। ফটোশপে কোন ছবি ওপেন করলে চিত্র-১-এর মতো তা ওয়ার্কস্পেসে দেখাবে। এখানে চারদিকে অসংখ্য টুল রয়েছে। সব কিছু একবারে না দেখে বিভিন্ন অংশ আলাদাভাবে চিহ্নিত করলে নতুনদের জন্য বুঝতে অনেক সহজ হবে। প্রথম চিত্রে ওয়ার্কস্পেসের বিভিন্ন অংশকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। নিচে এগুলোর নাম উল্লেখ করা হলো।

০১. মেনু বার, ০২. অপশন বার, ০৩. টুলবক্স, ০৪. অ্যাকটিভ ইমেজ এরিয়া, ০৫. হিস্ট্রি উইন্ডো ও ০৬. লেয়ার উইন্ডো।

মেনু বার : সাধারণ যেকোনো প্রোগ্রামের মতো ফটোশপেও মেনু বার আছে। তবে এখানে অনেক বেশি অপশন দেখা যায়। অপশনের পাশাপাশি এখানে বিভিন্ন টুলও রাখা হয়েছে। আর যেকোনো টুলের অ্যাডভান্সড অপশন ব্যবহার করলে তা মেনু বার থেকে করাটাই তুলনামূলক সহজ। এখানে সাধারণ অপশনের পাশাপাশি কিছু অতিরিক্ত অপশন আছে, যেগুলো ব্যবহারকারী নাও জানতে পারেন। যেমন ইমেজ, লেয়ারস, ফিল্টার ইত্যাদি। এখান থেকে অপশন সিলেক্ট করা হলে নিচে ড্রপডাউন মেনু আসবে। সেখানে আরও অ্যাডভান্সড অপশনের সুবিধা রয়েছে, যা কিনা অনেকের কাছেই অপরিচিত।

অপশন বার : অপশন বারটি ওয়ার্কস্পেসের অন্যদের থেকে একটু ভিন্ন ধরনের। যতবার কোনো নতুন টুল সিলেক্ট করা হয়, অপশন বার তার সাথে সাথে পরিবর্তন হয়ে যায়। চিত্র-২-এ অপশন বার দেখানো হলো। বামদিক থেকে বিভিন্ন টুল সিলেক্ট করলে একেকটি টুলের জন্য ওপরের অপশন বার একেক ধরনের দেখায়। আসলে অপশন বারে বিভিন্ন টুলের অতিরিক্ত এবং অ্যাডভান্সড অপশনগুলোই দেখানো হয়। উদাহরণস্বরূপ, যখন ব্রাশ টুল সিলেক্ট করা হয় তখন অপশন বারে যেসব অতিরিক্ত অপশন দেয়া হয় তাদের সাহায্যে ব্রাশের আকার, আকৃতি, অপাসিটি ইত্যাদি পরিবর্তন করা যায়। আবার যখন টেক্সট টুল সিলেক্ট করা

হবে তখন অপশন বারের অপশনগুলোর সাহায্যে টেক্সটের ফন্ট, ফন্ট সাইজ, কালার ইত্যাদি পরিবর্তন করা যাবে।

টুলবক্স : না দেখেই বোঝা যাচ্ছে এখানে কী পাওয়া যেতে পারে। ফটশপের যত ধরনের বেসিক টুল আছে সব এই টুলবক্সে পাওয়া যাবে (চিত্র-৩)। একেকটি টুলে আবার অনেকগুলো করে টুল রাখা থাকে। ব্যবহারকারী যেকোনো টুলে রাইট বাটনে ক্লিক করে পছন্দমতো টুল সিলেক্ট করতে পারেন। ভালোভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে, প্রতিটি টুলের নিচের দিকে কোনায় একটি ছোট অ্যারো সাইন আছে। দুই-একটা টুলে নাও থাকতে পারে। এর অর্থ হলো যেখানে অ্যারো সাইন আছে, সেখানে একই সাথে

চিত্র-০১

চিত্র-০২

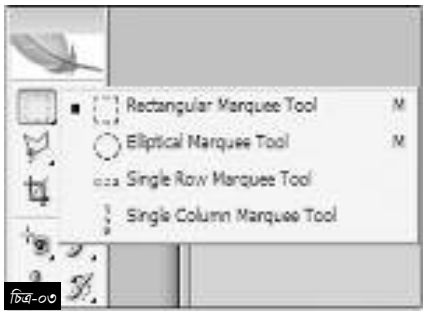

চিত্র-০৩

আরও অনেক টুল আছে। উদাহরণ হিসেবে সিলেকশন টুলের কথা বলা যায়। সিলেকশনের জন্য তিন ধরনের টুল দেখা যায়। তিনটি টুলের তিন ধরনের কাজ, তবে তাদের সবারই মূল কাজ হলো সিলেকশন করা। এখন ব্যবহারকারী সিলেকশন টুলের ঘরে লেফট বাটন ক্লিক করলে যে টুলটি দেখা যাচ্ছে সেটিই সিলেক্ট হবে। কিন্তু ব্যবহারকারী যদি চান অন্য সিলেকশনের টুলগুলো ব্যবহার করতে, তাহলে রাইট বাটন ক্লিক করলে সিলেকশন টুলের আরেকটি মেনু দেখা যাবে। সেখান থেকে ব্যবহারকারী অন্য সিলেকশনের টুল সিলেক্ট করে ব্যবহার করতে পারেন। নতুন টুল সিলেক্ট করা হলে তা আগের টুলের জায়গায় বসে যাবে। আর প্রতিটি টুলের জন্যই আলাদা শর্টকার্ট কী রাখা আছে। টুলের মেনু ওপেন করলে প্রতিটি টুলের ডান দিকে তার শর্টকার্ট কী দেখানো হয়। আর টুলের মেনু ওপেন করা না হলে যেকোনো টুলের ওপর মাউস পয়েন্টার ধরলেই পপআপ ম্যাসেজে তার শর্টকার্ট কী দেখানো হয়।

ব্যবহারকারীর মনে হতে পারে শুধু সিলেকশনের জন্যই তিনটি টুলের কী দরকার। ফটোশপ খুব অ্যাডভান্সড এডিটিং সফটওয়্যার। তাই ব্যবহারকারীর বিভিন্ন চাহিদা যাতে পূরণ হয়, সেজন্য একই ধরনের টুলের বেশ কয়েকটি ভার্সন তৈরি করা হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে সিলেকশন টুলগুলোর কাজ উদাহরণ হিসেবে দেয়া হলো।

সিলেকশন ছবি এডিটিংয়ে খুবই প্রয়োজনীয় একটি টুল। ছবির যেকোনো এলিমেন্টকে আলাদা করতে চাইলে বা আলাদা এডিট করতে চাইলে সিলেকশন টুলের দরকার হয়। সিলেকশন অনেকভাবে করা যায়। ফটোশপে তিনটি সিলেকশন টুল আছে। যেমন ল্যাসো টুল, পলিগোনাল ল্যাসো টুল ও ম্যাগনেটিক ল্যাসো টুল। যদিও এ তিনটি টুলের মূল কাজ একই, কিন্তু এগুলো ভিন্নভাবে কাজ করে। সাধারণ ল্যাসো টুল হলো ফ্রি হ্যান্ড টুল। অনেকটা পেন্সিল দিয়ে ড্র করার মতো। পলিগোনাল ▸

ল্যাসো টুল সবসময় সরলরৈখিকভাবে কাজ করে। যেকোনো ধরনের বক্স বা প্লেন সারফেস বা এমন কিছু যার সারফেস রৈখিক ধরনের অবজেক্ট সিলেক্ট করতে পলিগোনাল ল্যাসো টুল বিশেষভাবে উপযোগী। আর ম্যাগনেটিক ল্যাসো টুল একটু ভিন্নভাবে কাজ করে। এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুঁজে বের করে ক্যানভাসের কোথায় কালারের পার্থক্য আছে। যেখানে কালারের পার্থক্য আছে সেখান দিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিলেক্ট হয়ে যায়। এ টুলটি ব্যবহারের সময় খেয়াল রাখতে হবে মাউস পয়েন্টার ধীরে ধীরে নাড়াতে হবে। তা না হলে ক্যালকুলেশনের জন্য প্রয়োজনীয় সময় এবং সারফেস পাবে না, তাই ভুল সিলেকশন হবে। ম্যাগনেটিক ল্যাসো টুল দিয়ে সিলেক্ট করার সময় সাধারণত ক্লিক করার দরকার হয় না। মাউস পয়েন্টার যেখান দিয়ে নেয়া হয় সেখান দিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিলেকশন হয়ে যায় এবং কতগুলো পয়েন্ট তৈরি হয়। তবে ব্যবহারকারী যদি চান তাহলে ইচ্ছেমতো জায়গায় ক্লিক করে পয়েন্ট তৈরি করে নিতে পারেন। ওই পয়েন্টগুলোই হলো সিলেকশনের পরিধি।

সিলেকশনের জন্য আরও একটি চমৎকার অপশন আছে। সিলেক্ট→কালার রেঞ্জ অপশনটি দিয়ে যেকোনো কালারের সব অবজেক্ট সিলেক্ট করা যায়। যদি অবজেক্টের ধার নিয়মিত না হলে ল্যাসো টুলগুলো দিয়ে সিলেক্ট করা বেশ কষ্টসাধ্য ও অনেক সময়সাপেক্ষ হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে কালার রেঞ্জ দিয়ে অল্প সময়ে সিলেকশনের কাজটি করা সম্ভব। কালার রেঞ্জ দিয়ে সিলেক্ট করার সময় দুটি অপশন থাকে। একটি লোকালাইজড কালার ক্লাস্টার ও অপরটি ফাজিনেস। ফাজিনেস বাড়িয়ে বা কমিয়ে খুব সহজেই কালারের রেঞ্জ বাড়ানো বা কমানো যায়। আসলে এটি অনেকটা ব্রাইটনেসের মতো কাজ করে। আর লোকালাইজড কালার ক্লাস্টার দিয়ে একটু ভিন্ন রেঞ্জের কালার অথবা একই কালার রেঞ্জের শুধু একপাশের অংশকে সিলেক্ট করা যায়।

অ্যাকটিভ ইমেজ এরিয়া : এটি হলো ব্যবহারকারীর ক্যানভাস। এখানেই ছবি ওপেন করা, এডিট করা, নতুন ছবি আঁকা ইত্যাদি করা যায়। কোনো ছবি ওপেন করলে অথবা নিউ ফাইল তৈরি করলে তা ক্যানভাসের মাধ্যমে ওপেন হয়। ক্যানভাসের একদম নিচে অবস্থান করে স্ট্যাটাস বার (চিত্র-৪)। বর্তমানে ওপেন করা ছবি বা ক্যানভাস সম্পর্কে স্ট্যাটাস বারে বিভিন্ন তথ্য দেয়া থাকে। ডিফল্ট সেটিংসে স্ট্যাটাস বারে জুম ও ডকুমেন্ট সাইজ দেয়া থাকে। স্ট্যাটাস বারের একদম বাম পাশে একটি পার্সেন্টেড সংখ্যা দেখানো হয়। এটি দিয়ে বোঝানো হয় ছবি কতটুকু জুম করে দেখানো হচ্ছে। এটি যত বেশি হবে, ছবি তত জুম করে দেখাবে। সাধারণত ৩৩.৩৩ শতাংশ এ ছবি দেখানো হয়। কিন্তু অনেক সূক্ষ্ম এডিট করার জন্য ছবি জুম করার প্রয়োজন হয়। তখন এ সংখ্যাটি বাড়িয়ে দিলেই ছবি তার সাথে সাথে জুম হয়ে যাবে। সরাসরি এখানে ক্লিক করে নতুন মান দিয়ে ছবি জুম করা যায় অথবা ব্যবহারকারী চাইলে শর্টকাট ব্যবহার করেও জুম করতে পারেন। এএলটি বাটন চেপে মাউসের স্ক্রল ঘোরালে জুমইন/জুমআউট হবে। কন্ট্রোল বাটন চেপে স্ক্রল ঘোরালে ছবি ডানে/বামে আসা-যাওয়া করবে। আর শুধু মাউসের স্ক্রল ঘোরালে ছবি ওপরে/নিচে যাবে-আসবে। ছবি যদি অনেক বেশি জুম করা হয়, তাহলে তা স্ক্রল করার জন্য এ ধরনের শর্টকাট কী ব্যবহার করা যেতে পারে। কারণ, শুধু মাউসের সাহায্যে এডিট করার চেয়ে কীবোর্ড ও মাউস একসাথে ব্যবহার করলে এডিটিং আরও দ্রুততর হবে।

হিস্ট্রি উইন্ডো : ফটোশপের কয়েকটি বিশেষ ফিচারের মাঝে একটি হলো এর হিস্ট্রি উইন্ডো। এটি ব্যবহারকারীদের জন্য অতি প্রয়োজনীয় একটি উপকরণ। এর নাম শুধু হিস্ট্রি উইন্ডো হলেও যে বিষয়টি এ ফিচারকে এত প্রয়োজনীয় করে তুলেছে তা হলো হিস্ট্রি উইন্ডোর মাধ্যমে শুধু এডিটিংয়ের হিস্ট্রিই দেখা যায় না, তা

চিত্র-০৪

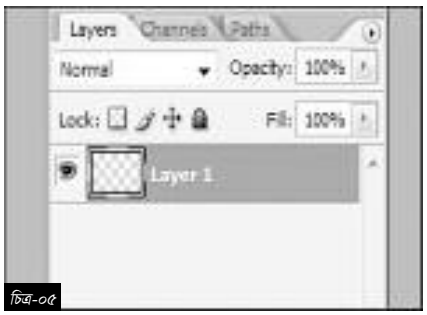

চিত্র-০৫

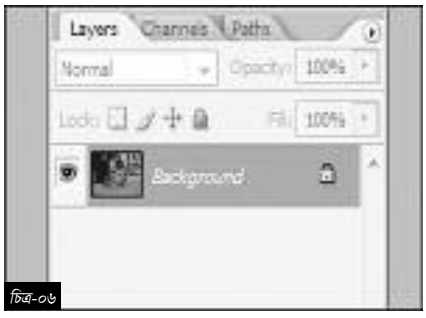

চিত্র-০৬

ইচ্ছেমতো আন্ডু/রিডু করা যায়। তাই ভুল করে যদি কোথাও ব্রাশস্ট্রোক পরে অথবা কোথাও যদি দুর্ঘটনাবশত অতিরিক্ত ইরেজ হয়ে যায় অথবা অন্য যেকোনো ধরনের ভুল সহজেই হিস্ট্রি উইন্ডোর মাধ্যমে আন্ডু করা যায়। এটি সাধারণত ওপরের ডান দিকে থাকে। তবে ব্যবহারকারী ইচ্ছে করলে অবস্থান পরিবর্তন করতে পারেন।

ব্যবহারকারী যতগুলো এডিট করেন, তার একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ফটোশপ সেভ করে রাখে। তাই ব্যবহারকারী যদি ভুল এডিট করেন, তাহলে তা সহজেই হিস্ট্রি উইন্ডোর মাধ্যমে আন্ডু করা সম্ভব। ফটোশপ একটি নির্দিষ্টসংখ্যক স্টেপ রেকর্ড করে রাখে, তাই ব্যবহারকারী প্রতিবারই একটি নির্দিষ্টসংখ্যক স্টেপ আন্ডু/রিডু করতে পারবেন। অবশ্য এটি ব্যবহারকারী ইচ্ছে করলে বাড়াতে বা কমাতে পারেন। এজন্য প্রেফারেন্সে গিয়ে অপশন পরিবর্তন করে দিলেই হবে। ফটোশপ যত বেশিসংখ্যক স্টেপ সেভ করে রাখবে, পারফরম্যান্স ধীরে ধীরে ততই খারাপ হবে, অর্থাৎ কমপিউটার স্লো হয়ে যেতে পারে। আর কমসংখ্যক স্টেপ সেভ করলে ফটোশপের পারফরম্যান্স অনেক ভালো হবে এবং তা অনেক দ্রুত কাজ করতে সক্ষম হবে। তবে এটি সম্পূর্ণ ব্যবহারকারীর এডিট করার পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে। কারণ অনেকে আছেন, যারা ছোট ছোট স্টেপ নিয়ে এডিট করেন। এতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। আর ভুল হলেও সহজে আন্ডু করা যায়। সুতরাং এক্ষেত্রে যত বেশি স্টেপ সেভ হয়ে থাকবে, ব্যবহারকারীর জন্য এডিটিং করা ততই সহজ হবে। আবার এমন অনেক ব্যবহারকারী আছেন, যারা এতটাই দক্ষ যে অনেক কম স্টেপ নিয়েই এডিট করতে পারেন। স্টেপ কমসংখ্যক হলেও দীর্ঘ সময়ের হয়। সুতরাং তাদের জন্য বেশি হিস্ট্রি সেভ করার দরকার হয় না। সে ক্ষেত্রে হিস্ট্রিরির স্টেপ কমিয়ে পারফরম্যান্স বাড়িয়ে দিলেই বরং তাদের জন্য সুবিধা হবে।

লেয়ার উইন্ডো : ফটোশপের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ফিচার হলো একাধিক স্তর বা লেয়ারের ব্যবস্থা। ফটোশপ একজন ব্যবহারকারীকে মাল্টিপল ছবি বা লেয়ার একই ক্যানভাসে নিয়ে কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছে। ব্যবহারকারী চাইলে একটি ছবির বিভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্নভাবে এডিট করতে পারেন, যাতে একটি অংশের জন্য অপরটির ক্ষতি না হয়। মূলত এ কারণেই লেয়ার ফিচারটি দেয়া হয়েছে। আসলে ফটোশপের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ফিচার হিসেবে লেয়ার উইন্ডোকে বলা যেতে পারে। প্রথমে একটি ছবি ওপেন করা হলে তা বাই ডিফল্ট একটি লেয়ারে থাকে। নিচের ডান দিকে লেয়ার উইন্ডো থাকে (চিত্র-৫)। মূল লেয়ারকে ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার বলে। শুরুতে এটি সাধারণত লক করা থাকে (চিত্র-৬)। লক করা থাকলে অনেক লেয়ার অপশন কাজ করবে না। তবে এটি সাধারণ একটি ঘটনা। চিত্রে লক্ষ করলে দেখা যাবে লেয়ার লক করা থাকলে তার ডান পাশে একটি সাইন থাকে। তবে ব্যবহারকারী চাইলে লক খুলে নিতে পারেন। এটি একেবারেই সহজ, শুধু ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারের ওপর ডাবল ক্লিক করলে একটি পপআপ মেসেজ আসবে এবং ওকে ক্লিক করলেই একটি নতুন লেয়ার তৈরি হবে, যেটি আনলক অবস্থায় থাকবে। তাই সব লেয়ার অপশন কাজ করবে কজ

ফিডব্যাক : wahid_cseaust@yahoo.com